ঢাকা, ৪ জুন ২০১৮, প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রতিবেশের ক্ষতি বিষয়ে সুশীল সমাজ ও বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ প্রকাশ এবং রোহিঙ্গা শরনার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবাসন বা পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন

কক্সবাজারে প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরুদ্ধারে পৃথক পরিবেশ তহবিলের দাবি

ঢাকা, ৪ জুন ২০১৮: আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সুশীল সমাজ ও বিশেষজ্ঞরা কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যাবার আগেই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবাসন, পুনর্বন্টন ও ঘনত্ব হ্রাস করার দাবি জানান। তারা কক্সবাজারের প্রাকৃতিক প্রতিবেশে ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া ক্ষতি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পৃথক পরিবেশ তহবিল গঠনেরও দাবি জানান।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কোস্ট ট্রাস্ট ও সিসিএনএফ (কক্সবাজার সিএসও এনজিও ফোরাম) যৌথভাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহি পরিচালক ও সিসিএনএফের কোচেয়ার রেজাউল করিম চৌধুরী। জলবায়ু বিশেষজ্ঞ এবং বিসিএএস (বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ) নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমান বিশেষজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করেন। কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ সম্প্রতি কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর রোহিঙ্গা শরণার্থী ঢলের প্রভাব বিষয়ে পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত পরিবেশ, পানি, দূষণ ও জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন। এছাড়াও কক্সবাজারের ভূগর্ভস্থ পানি বিষয়ে পরিচালিত একটি গবেষণার তথ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-র কক্সবাজার সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী।

মূল বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বরকত উল্লাহ মারুফ বলেন, শরনার্থী ক্যাম্পে প্রতিদিন ২,২৫০ টন জ্বালানি কাঠ পোড়ানো হচ্ছে শুধু প্রতিদিনকার রান্নার জন্য এবং এই কাঠ জোগাড় করা হচ্ছে পাশ্ববর্তী বন থেকে। এভাবে চললে ২০১৯ সালের মধ্যে উখিয়ার সম্পূর্ণ বন উজার হয়ে যাবে। ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর দৈনন্দিন জীবন যাপনের ফলে উপজেলা দুটির ২১টি খাল ও ছড়া সম্পূর্ণ দূষিত হয়ে গেছে, যার উপর কৃষি ও গৃহস্থালি কাজে স্থানীয় মানুষ নির্ভরশীল। উখিয়ার ভাঙ্গারি ব্যবসায়ীরা শরণার্থী ক্যাম্প থেকে প্রতি মাসে ১০০ টন করে বিক্রয়যোগ্য বর্জ আহরণ করছে, তবে প্লাস্টিকের প্যাকেট ও পলিথিন বাদে। পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ এসব পরিস্থিতি সামাল দিতে তিনি ৭টি সুপারিশ উপস্থাপন করেন, যা হচ্ছে: ১) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করে তাদের দ্রুত প্রত্যাবাসন অথবা অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে, ক্যাম্পে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমাতে হবে; ২) রোহিঙ্গা ত্রাণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বরাদ্দ তহবিল থেকে কক্সবাজারে ইতমধ্যে সাধিত পরিবেশের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পৃথক একটি পরিবেশ তহবিল গঠন করতে হবে; ৩) অবিলম্বে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রোহিঙ্গা শরনার্থীদের রান্নার জন্য বিকল্প জ্বালানি সরবরাহ করতে হবে। ৪) ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার বাড়াতে উখিয়া ও টেকনাফের সকল খাল ও ছড়ায় প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং পানির সংরক্ষণ বাড়াতে পর্যাপ্ত পুকুর পুনর্খনন করতে হবে; ৫) উখিয়া ও টেকনাফের ভূ-গর্ভস্থ পানির সংকট বিবেচনায় নিয়ে তার সীমিত উত্তোলনের ব্যাপারে নীতিমালা করতে হবে; ৬) এই বর্ষায় উখিয়া ও টেকনাফসহ পুরো কক্সবাজারে সরকারী, বেসরকারী ও দাতা সংস্থার উদ্যোগে ব্যাপক বৃক্ষরোপন ও বনায়ন করতে হবে; এবং ৭) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে, যেমন: সকল বিদ্যালয় ভবন ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার উপযোগী করে নির্মাণ করা।

ফজলুল কাদের চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, গত কয়েক দশক ধরে কক্সবাজারের ভূগর্ভস্থ পানি নগরায়ন ও অতি পর্যটকের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শহর ও জেলার অন্যান্য স্থানে পরিচালিত হাইড্রো-জিওলজিক্যাল গবেষণায় ভূ-গর্ভস্থ পানিতে কিছু তেজস্ক্রিয় মৌল যেমন ইউরেয়িাম, থোরিয়াম, মোনাজাইট ও জিরকন ইত্যাদির অস্তিত্ব গ্রহনযোগ্য পরিমাণের বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। গত একুশ বছরে ভূ-উপরিস্থিত মিঠা পানির আধার ও জলাশয় হ্রাস পেয়েছে ৬৩% অন্যদিকে আবাস ও নগরায়ন বেড়েছে ২৪৬%। তিনি ভূ-উপরিস্থিত জলাধারের সংস্কার ও সমুদ্রের পানি থেকে লবণমুক্ত পানযোগ্য পানির প্ল্যান্ট বসানোর জন্য সুপারিশ করেন।

ড. আতিক রহমান তার বক্তব্যে বলেন, বন মানেই কেবল কিছু গাছ নয়। বন মানে অনেকগুলো প্রাণ ও প্রতিবেশের সমাহার এবং একবার এই প্রতিবেশ হারিয়ে ফেললে তা গাছ লাগিয়ে পূরণ করা যায় না। তিনি বলেন, আমরা কক্সবাজারে এখন একটি জরুরি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং সেখানে যে ধরনের উন্নয়ন উদ্যোগই গ্রহন করা হোক না কেন, ১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা ও স্থানীয় অধিবাসীদের হিসেবে ধরেই আমাদের এগোতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনের সঞ্চালক রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, দশ লক্ষ রোহিঙ্গা শরনার্থী বাস করছে পলিথিনের আচ্ছাদনের নিচে। এই প্রচণ্ড গরমে প্লাস্টিকের তাবুর মধ্যে থাকাটাই একটা দুর্যোগ এবং একারণে তারা ক্রমাগত অসুখে ভুগছে। তিনি ত্রাণ কার্যক্রমে তাদের বাসস্থান বিষয়টি সকলের বিবেচনার জন্য তুলে ধরে বলেন, আরেকটু উন্নত বাসস্থান, ক্যাম্পে জন ঘনত্ব হ্রাস ও অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার কোনো বিকল্প নাই। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবনের অধিকার ও মানবিকতা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

বার্তা প্রেরক

বরকত উল্লাহ মারুফ (০১৭১৩৩২৮৮৪০), রেজাউল করিম চৌধুরী (০১৭১১৫২৯৭৯২)